ঝুমুর গান ও ঝুমুর কবি ভবপ্রীতা

শান্তি সিংহ

এক

ঘনরসময়ী বাংলার (১) দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে (পুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের প্রধানত ঝাড়গ্রাম অঞ্চল-- পশ্চিম বর্ধমান -বীরভূম) এবং সন্নিহিত বিহার এলাকার (রাঁচি-জামশেদপুর-ধানবাদ-হাজারিবাগ-সাঁওতাল পরগণা) বাংলা ভাষা-ভাষী কূর্মি-ভূমিজ-কামার -কুমার-বাউরি প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজীবনের প্রাণের সম্পদ হল ঝুমুর গান। ঊর্মিল শৈলশ্রেণী, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অরণ্য, আর খোয়াইভরা কাঁকুরে-পাথুরে প্রান্তরে খেটে-খাওয়া মানুষ দুঃখে-সুখে, ক্লান্তি-অবসরে, উৎসবে-বার্হনে ঝুমুরের সাংগীতিক সুরমূর্ছনা লোকায়ত চেতনাকে নিরন্তর আলোকিত করে।

'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা'-গ্রন্থে পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, "সেকালে যাত্রায় যেখানে কৃষ্ণলীলার গান দিতে হইত, সেখানে যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেরা ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচিত। তাহাতে ঝুমুর-ঝুমুর মিঠে আওয়াজ হইত। এই গানের নাম ছিল 'ঝুমুর'; এই ঝুমুর গান হইতে পরবর্তীকালে ঝুমুরের দলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।"(২)

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণ লীলার দেহাশ্রয়ী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে ঝুমুরের আদিরূপ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব শাস্ত্রবিদ,সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঝুমুর গানের ধারায় রচিত'। 'সংগীত-দামোদর'- এ ঝুমুরের সংজ্ঞা-

প্রায় শৃঙ্গারবহুলা মাধবীকমধুর মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্‌ঝিতা।।

শৃঙ্গার-রসবহুলতা, মধুজাতসুরার ন্যায় মৃদুতা এবং বর্ণাদির কোনো নিয়ম না-থাকা ঝুমুরের লক্ষণ। ... আমার অনুমান 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ব্রহ্মা'- ঝোম্বড়ার অন্তর্ভুক্ত। পদাবলীতে আছে--'ঝুমরী গাহিছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া'। 'ঝুমরী দাদুরি বোল' ইত্যাদি।(৩)

প্রয়াত সংগীততত্ত্ববিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র ঝুমুর গান প্রসঙ্গে'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ সম্পর্কে বলেছেন, "অন্যূন দুই বৎসর কাল আমি তাঁর সাহচর্যলাভ করেছিলুম ব্যারাকপুরে, গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কিছু ওপরেই হবে, কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ও ইনটেলিজেন্স তখনো খুবই প্রখর ছিল। ... তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর গানগুলি ঝুমুর শ্রেণীর। যদিচ, বহু তাল-রাগের উল্লেখ পদগুলিতে ছিল, তথাপি তাঁর মতে, সেগুলি ঝুমুর পর্যায়েই গীত হত এবং কালক্রমে সেগুলির ভাষা ও গায়কীতে পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু সেগুলিও যে ঝুমুর গানের রূপ নিয়েই তৎকালে বাঁকুড়া-পুলিয়ার বহু স্থানে গাওয়া হত, সে কথাও তিনি বলতেন" ।(৪)

দুই

কাব্যমূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুমুর গানে বৈষ্ণবপদাবলীর রীতি অনেকখানি মান্য হলেও ঝুমুরের গায়কী ধারা স্বতন্ত্র। ঝুমুরের গায়নরীতি প্রধানত অবরোহনধর্মী। চড়ার দিকে কিছুটা গিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসা হয় বক্রগতিতে। শেষকালে খাদে এসে একটি পদে স্থিতিলাভ ঘটে। ঝুমুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- গায়নরীতি অবরোহক্রমে হলেও গানের চড়া ও খাদের ভারসাম্য ঠিক মতন থাকে। এই গায়কী লোকরীতির অন্তর্ভুক্ত হলেও গায়নরীতির বক্রগতি শিল্পশোভন এবং অবশ্যই

অনুশীলন নির্ভর।

পালা-ঝুমুরের বহুক্ষেত্রে প্রথমে ত্রিপদী, চৌপদী বা পয়ারের ব্যবহার হয়। এগুলি সুরযোগে পাঠ হয়। গানের ভাগকে আলাদাভাবে 'গীত' বা ঝুমুর বলা হয়। ঝুমুর গানে ত্রিপদী পদগুলি সাধারণত ত্রিমাত্রিক একতাল অথবা দাদরা তাল। অনেক সময় গায়ক তালযন্ত্রের ব্যবহার চান না। কারণ, খোল বা তবলার ব্যবহার হ'লে গানের আলাপের মাধুর্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। পয়ার ছন্দে লেখা ঝুমুরে বহুক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তনের আলাপের ধারা কানে ধরা পড়ে। অথচ ঝুমুরে আখরের প্রয়োগ তেমন নেই। তার জায়গায় বিশেষ গুত্ব পেয়েছে 'ধ্রুবা' অর্থাৎ রঙ। বড়ু চণ্ডীদাসের কালে ঝুমুর দীর্ঘ পালা অথবা একটি-দুটি পালা হিসাবে গীত হত। কালত্রমে তা পরিবর্তিত রূপে বর্তমানে বৈঠকী ঝুমুরে এককসংগীত হিসাবে গুত্ব পেয়েছে। রচনার বিশিষ্টতায় 'ছুট্' ঝুমুর সাধারণত চার কলি অথবা তার বেশি হয়। প্রথমে কলির শেষে ধ্রুবপদ 'ধ্রু' ধুয়া-অর্থে ধুঃ লেখা হয়। শেষের কলিতে ভণিতা থাকে।

ঝুমুরের ধুয়াকে আঞ্চলিক পরিভাষায় 'রঙ' বলে। সাংগীতিক প্রবল উদ্দীপনার জন্যই 'রঙ' এ পৌঁছালে, তাল-যোগে 'রঙ' এর ব্যঞ্জনা শু হয়। তার ফলে, 'মানান্' সাংগীতিক কৌশলে আবৃত্ত হয়ে থাকে। 'রঙ' এর পর তেহাই-যোগে প্রথম কলি শেষ হ'লে শু হয়ে থাকে পরবর্তী কলি। ত্রমশ তা চলে শেষ কলি অবধি।

বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সংগীত বিশেষজ্ঞ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'কীর্তনের আর এক অঙ্গ 'ঝুমুর'। ঝুমুর বা ঝুমরী একটি সুর। পদাবলীতে পাই-- 'ঝুমরী গাইছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া।' 'ভক্তিরত্নাকর' এ ঝুমরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু 'ঝুমুর' গাহিয়া কীর্তনীয়াকে আসর রাখিতে হয়। শেষের গায়ক মিলন গাহিয়া কীর্তন সমাপ্ত করেন।'(৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খেতারির মহোৎসবে গরাণহাটি বা গড়েরহাটি ধারা প্রবর্তনের বহু আগেই দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার ঝুমুর গান মিথিলার বিশিষ্ট কবি বিদ্যাপতির সাংগীতিক রীতির অনুবর্তী হয়েছে। কারণ, বিদ্যাপতির গানের বিশেষ ধারা বা গতি স্বতন্ত্র ও বাহুল্য বর্জিত। তাঁর উদ্ভাবিত গতিকে 'মিথিলাগতি' বলা হয়। লক্ষণীয়, দ্বারভাঙা, তিহত অঞ্চল আলোচ্য প্রান্তিক বাংলার অনতিদূরে। তাছাড়া মিথিলার বিদগ্ধ কবি লোচন ঝা মানভূম-পুলিয়ার মানুষ ছিলেন। লোচন ঝা-র প্রণ্ডত্ত গ্রন্থের গানের সঙ্গে পুলিয়ায় প্রচলিত ঝুমুর গানের যথেষ্ট মিল আছে।

আলোচ্য প্রান্তিক বাংলার বৈঠকি ঝুমুরের সঙ্গে গরাণহাটি বা মনোহর সাই রীতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। গরাণহাটির দীর্ঘ ছন্দ, মাত্রার সারল্য এবং বিলম্বিত লয়। মনোহর সাই রীতিতে ছন্দ এবং লয় তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও সুরের কৌশল ও মাত্রার জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। চুয়ান্নতাল যুত্ত এই রীতি মার্গসংগীত খেয়ালের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রান্তিক বাংলার বৈঠকী ঝুমুর বিদ্যাপতি-প্রবর্তিত মৈথিলী রীতিকে গ্রহণ ক'রে বিশেষ মাধুর্য আহরণ করেছে। মনোহর সাই রীতিতে আছে কথকতার ঢঙ।

ফলত পদাবলী কীর্তনে এসেছে অভিনয়ের ধারা। তাতে আসর জমে। বৈঠকী ঝুমুরে কথকতার কোন অবকাশ নেই। তা গভীর সংবেদনশীল । তা ছাড়া বৈঠকী ঝুমুরে গৌরচন্দ্রিকার ভূমিকা থাকে না। বড়জোর থাকে গণেশ বন্দনা। বৈঠকি ঝুমুর মূলত একক কণ্ঠে গাওয়া হয়। সেখান আখর এর পরিবর্তে ধ্রুবা-র (যাকে বলা হয় 'রঙ') ওপর গুত্ব দেওয়া হয়।

ঝুমুরের প্রভাব বা ব্যাপ্তি সম্পর্কে সংগীততত্ত্ববিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র একদা মন্তব্য করেছেন, 'অষ্টাদশ শতকেই ঝুমুর ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয় ... এমন কি মুর্শিদাবাদেও এর প্রসার এতটা দেখা যায় যে মনোহর সাই কীর্তন রীতিতেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। আজ যাঁরা মনোহর সাই ঢঙের কীর্তনগান করেন, তাঁদের গান যদি বিশ্লেষণ কারা যায়,তা হলে ঝুমুরের গায়কী অনেকটাই ধরা পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গোবিন্দ দাসের ভণিতা যুত্ত পদ-- 'নাপিতানী বেশে রাধিকার কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমন বা যদু দাসের পদ- সখি সঙ্গে বিনোদিনী কৃষ্ণ আলাপন/ হেন কালে শ্যামের বাঁশি বাজিল বিপিনে অথবা বাণেশ্বর রায়ের একাধিক পদ সম্ভবত বৈঠকী ঝুমুরের থেকেই মনোহর সাই কীর্তনে প্রবর্তিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় বহু কীর্তনীয়াই ক্লাসিকাল ঝুমুরের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত নন'।

দাঁড়-ঝুমুর, টাঁড়-ঝুমুরে ফুটে ওঠে লোকায়ত জীবনের দুঃখ-সুখ, দেহজ কামনা-ঈর্ষা-অভিমান হতাশার বিচিত্র সুর। দাঁড়ঝুমুরকে দাঁড়শাল বা পাতাশাল নামেও অভিহিত করা হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথি হল করম-পরবের প্রকৃষ্ট সময়। দাণ গ্রীষ্মের দুঃসহ খরার পরে বর্ষা আনে ক্ষ প্রান্তরে ও জনজীবনে শ্যামসরসতা। এ সময় ভাদরিয়া ঝুমুর গাওয়া হয়। যথা--

ভাদর মাসের গাদার (১) জন্‌হার (২)
খলায় ৩ দিল্যে ফুটে রে
এখন বঁধুয়ার মন
কাঁদ্যে কাঁদ্যে উঠে রে ।
(১) প্রচুর (২) ভুট্টা (৩) মাটির পাত্রবিশেষ

অথবা নারীর জনম ঝিঙা ফুলের কলি
সাঁঝে জউবন ঝিঙা ফুলের কলি ।।

লোকায়ত জীবনের দুঃখ-সুখমিশ্রিত বিচিত্র কাব্যভাবনা তথা সাংগীতিক রূপের প্রকাশ ঝুমুর গানে। প্রান্তিক বাংলা তথা বিহার-ওড়িশার বিস্তীর্ণ এলাকায় এক শ্রেণীর নারী-লোকনৃত্য শিল্পী মোহিনী বেশে, আলতারাঙা পায়ে ঘুঙুরগুচ্ছ বেঁধে, মৃদু-দ্রুত বিচিত্র বোলে শিঞ্জন ধবনি জাগিয়ে রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক ঝুমুরগান প্রলম্বিত সুরের মাধুরী মিশিয়ে গায়। তাদের বলা হয় নাচনী। তাদের গানকে বলা হয় নাচনী নাচের ঝুমুর।।

উনিশ শতকের কলকাতায় ধনী 'বাবু-সম্প্রদায়' যেমন বাগানবাড়িতে ইয়ার-বন্ধু-মোসাহেব সহ বাঈজি বা রক্ষিতাদের নৃত্য গীতিসুধা পান করাকে আভিজাত্যের লক্ষণ মনে করতেন, অনুরূপভাবে দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তিক বাংলায় বা বিহার ওড়িশায় বহু রাজা-জমিদার নাচনী-পোষা বা নাচনীদের কামকলাযুক্ত নৃত্য উপভোগকে রাজকীয় গরিমা বা জমিদারী -ঠাট মনে করতেন। তাই অনেক জায়গায় এর নাম 'জমিদারী নাচ'। জমিদার বা জমিদার-নন্দনের বিয়েতে করম বা রাস-পরবে নাচনী নাচের যৌবন মদিরতা নতুন মাত্রা এনে দিত।

কাম-কলাযুক্ত নাচনী নাচ বাদ দিয়ে পরিশীলিত সাংগীতিক চেতনা বৈঠকী ঝুমুরে পরিবেশিত হয়। তখন মাদল, বাঁশি, ঢোল, ধামসার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়-- তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। পঞ্চকোট-কাশীপুর রাজ, ঝরিয়া, গড় জয়পুর, বাগমুণিডি, পাতকুম, সিল্লী প্রভৃতি স্থানের রাজপুষগণ বৈঠকী-ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পুলিয়ার অশীতিপর ঝুমুরশিল্পী সিন্ধুবালার গান গ্রামীণ বড় বড় আসরে শুনেছি এবং বিশেষ সাক্ষাতকারও নিয়েছি। প্রসঙ্গত জেনেছি-- যৌবনকালে তিনি বড় বড় রাজবাড়িতে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে ঝুমুরগান গেয়েছেন।

আধুনিক শিক্ষার আলোয় নাচনীদের প্রতি মানুষের সমন্ত্রতান্ত্রিক লুব্ধ-ঘৃণ্য মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা-বিহার-ওড়িশার অতিখ্যাত ঝুমুর নৃত্যশিল্পী মালাবতীর নাচের আসরে একদা বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ঋনাথ দাকে নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষায় পুলিয়া শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল প্রত্যন্ত এলাকায় এক জলসায় সারা রাত জেগেছি। রঙিন পর্দার জনপ্রিয় তারকাদের অনুরূপ তাঁর মোহিনী ব্যক্তিত্ব ও বানিজ্যিক পসার। ঝুমুর নাচের আলোকজ্জ্বল নৈশ আসর শেষে হেটজারি গ্রামে তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়ে জেনেছি-- দাম্পত্যজীবনে তিনি সুখী ও সন্তানবতী এবং সমাজজীবনে নারীত্বের পূর্ণমর্যাদা নিয়েই চলেন। পুলিয়ার মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামে একদা গেছিলাম জনপ্রিয় নাচনী গীতারানীর নৃত্যশিল্পের টানে। সঙ্গী ছিলেন তণ কবি অনিল মাহাত ও আলোকচিত্রী ঋনাথ লাই। যৌবনবতীর শিল্পকলাযুক্ত লোকনৃত্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকথা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। ঝুমুর কবি তথা নাচনীনাচের 'রসিক' পুষ-গায়ক ও হারমোনিয়াম-বাদক নিবারণ মাহাত তাঁকে সামাজিক জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সুখে সংসার করছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তন পুষ্পবতী তখন স্থানীয় একটি আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশুনা করছিল।

চার

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস যেমন 'মহাজন' কবিব্যক্তিত্ব, তেমনই ঝুমুর সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতীম কবিব্যক্তিত্ব ভবপ্রীতা। সাধারণ নরনারী অনেকেই তাঁকে 'ভবপিতা' নামে ডাকেন অথচ তাঁর পুরো নাম ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। বিহারের দেওঘরের কাছে কুণ্ডা গ্রামে তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথির বুধবার ছিল তাঁর জন্মদিন।

তাঁর পূর্বপুষরা ছিলেন মিথিলার বিল্বপঞ্চক গ্রামের মানুষ । ভবপ্রীতার পূর্বপুষদের একজন ছিলেন চন্দ্রমণি ওঝা। তিনি

শিবদর্শনে বৈদ্যনাথধামে আসেন এবং শৈবতীর্থ বৈদ্যনাথধামের প্রধান পুরোহিত পদে বৃত হন। ভবপ্রীতাও বৈদ্যনাথধামের প্রধান পুরোহিত অর্থাৎ মোহন্ত ছিলেন। হিন্দি-সংস্কৃত-বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রামায়ণ, মহ াভারত, ভাগবত এবং বিদ্যাপতির সাহিত্যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পঞ্চকোটরাজগণ কাব্য ও সংগীতের বিশেষ অনুরাগী থাকায় কবি ও সঙ্গীতশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহী ছিলেন। ঝুমুর গানের প্রথিতযশা কবি ভবপ্রীতাও কৃতজ্ঞচিত্তে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ২০ ফাল্গুন একটি পত্রে লিখেছিলেন, ‘‘মহামান্যবর প্রবল প্রতাপান্বিত, সদ্‌গুণাশয়, শরণাগত বৎসল, পরম উদার হৃদয় পঞ্চকোটাধীশবির শ্রীল-যুক্ত শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহদেব বাহাদুর আমার দুরবস্থা দর্শনে কশার্দ্রচিত্ত হইয়া, আমার গ্রাসাচ্ছদনের জন্য ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তিদান করিয়া, আমার অরণ্যবাস-নিবারণপূর্বক বৈদ্যনাথধামে দুই হাজার টাকার পোক্তা দালান খরিদ করিয়া বসব াসের জন্য আমায় দান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজবাহাদুর আমার ভয়ত্রাতা এবং অন্নদাতা পিতাস্বরূপ।...’’

৮৪ বছর বয়ঃক্রমে, ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ভবপ্রীতা পরলোক গমন করেন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে, নিঃসন্তান কবির ধর্মপুত্র শিরোমণি হাজরা কবির গুণগ্রাহীমহলে প্রচারের জন্য ঘরোয়াভাবে ‘ঝুমুর রসমঞ্জরী’ নামে ভবপ্রীতার ঝুমুর বই ছাপেন। সেই ঝুমুর গানের বইটি সুদীর্ঘকাল জনমানস-বহির্ভূ ত। লোকসংগীতপ্রিয় নরনারীর ক াছেও গানের বইটি দুষ্প্রাপ্য। তাই বিস্তীর্ণ প্রান্তিক বাংলা তথা সন্নিহিত বিহার-ওড়িশার ঝুমুরপ্রিয় নরনারীরা ক্রুতিস্মৃতিনির্ভর মৌখিক ধারার (oral tradition) ঐতিহ্য পরম্পরায় ভবপ্রীতার গান গেয়ে থাকেন। অথচ ভবপ্রীতার কবি-সাংগীতিক ব্যক্তিত্ব ঝুমুর গানের ভাবগঙ্গোত্রী । তাঁর সংগীত লহরী অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, জগৎ কবিরাজ, দ্বারিকা, রাখালিয়া, গৌরাঙ্গিয়া, বর্জুরাম, দুর্যোধন দাস প্রমুখ থেকে একালের কৃত্তিবাস কর্মকার, শল াবত মাহাত, হাজারিপ্রসাদ রাজোয়ার প্রমুখ অসংখ্য ঝুমুর-কবি ঝুমুর গান রচনা করেছেন।

সর্বশেষ উল্লেখ্য, রাঁচি জেলার সিল্লির পারমার রাজবংশের বৈষ্ণবপ্রাণ ঝুমুরকবি বিনন্দ সিংহ ছিলেন ভবপ্রীতারও অ াগের যুগের মানুষ। তিনি রাজকীয় ঐর্শ্বসুখ ত্যাগ করে ঝুমুরগানই যে রচনা করেছেন, তাই নয়, একতারা হাতে ঝুমুরগ ানও গাইতেন । তাঁর লেখা ‘দধিসংবোদপালা’- ঝুমুর এখনও বিখ্যাত। অথচ ঝুমুর গানের ইতিহাসে এখনও একচ্ছত্রা ধিপতি ভবপ্রীতা! অদ্যাবধি কোনও ঝুমুর-কবি ভবপ্রীতার কাব্যপ্রতিভার প্রতিস্পর্ধী হয়ে তাঁর সাংগীতিক জনপ্রিয়তা অতিক্রম করতে পারেন নি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ গভীর ব্যাপ্ত গ্রহিষ্ণু চিত্তে দেশিবিদেশি নানা ধরনের সংগীতের সুর সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন, এবং সে-সব সুর নিজের মতন করে গ্রহণে দ্বিধাও করেন নি। বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি যশোর কুষ্টিয়া প্রভৃতি পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের বাউল গানের পাশাপাশি লাল মাটির দেশ বীরভূমের বাউল গানের সুরকে আশ্চ র্যরকম রম্যতায় ধরেছেন। অথচ সুদীর্ঘকাল তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থান করলেও বীরভূম সংলগ্ন ছোটনাগপুর ম ালভূমির বিস্তীর্ণ ল্যাটেরাইট জোন এর লোকজীবনে প্রবলভাবে জনপ্রিয় ভবপ্রীতার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ঝুমুর গান যা লে াকসঙ্গীত হিসাবে পরিচিত, তা সম্পর্কে ছিলেন আশর্চ্য উদাসীন! অথচ তিনিই প্রথম যৌবনে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ছন্দম াধুর্যে আপ্লুত হয়ে রচনা করছেন, ভানুমতির পদাবলি । তা ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে তাঁর আজীবন আকর্ষণ ছিল। অথচ তাঁরই সমকালে অভিনব বিদ্যাপতি ভবপ্রীতার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদের কাব্যগুণ তথা ছন্দোমাধুর্য সম্পর্কে তাঁর গভীর তূষ্ণীভাব আমাদের বিস্মিত করে।

বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর একাধিক ঐতিহাসিক সংকলন সম্পাদনা করেছেন শ্রুতকীর্তি গবেষক বিদগ্ধজন। অথচ কোনও সংকলনে ভবপ্রীতার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোনও পদই সংকলনভুক্ত হয়নি! পন্ডিতপ্রবর বিমানবিহারী মজুমদারের স ম্পাদনায় কলকাতা ৰিবিদ্যালয় থেকে পাঁচশত বৎসরের পদাবলী(১৪১০-১৯১০)’’ সংকলনে যথারীতি চন্ডীদাস বিদ্য াপতি জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-নরোত্তম দাস বলরাম দাস প্রমুখ কবির সঙ্গে আছেন বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর, যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠীর শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি মান্যজন অথচ ঝুমুর সঙ্গীতের প্রবাদ প্রতিম মহাজন ভবপ্রীতার রাধাকৃষ্ণ - বিষয়ক কোনও পদ উক্ত সংকলনে নেই! বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলকদের ব্যাপ্ত গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টির প্রাখর্যহীনতা আম াদের চিত্তে সংক্ষুব্ধতার পরিবর্তে অতল বেদনা জাগায়।

পাঁচ

দেওঘর বৈদ্যনাথধামের প্রধান পুরোহিত ভবপ্রীতানন্দ ওঝার কাব্য প্রতিভা শৈবচেতনার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাম াধুর্যের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাই কবি স্বয়ং শৈবপন্থী হয়েও শ্রীকৃষ্ণের চরণে শিবের শরণার্তিবিষয়ক পদ নির্দ্বিধায় রচনা করেছেন ---

হে মধুসূদন! তুমি মোর আরাধ্য রতন ।। রঙ ।।
ও চরণ ধ্যান ধরি' সুখভোগ পরিহারি
শ্মশান করেছি নিকেতন
তোমার কমলপদ আমার মহাসম্পদ
দেহ হৃদে কবির ধারণ ।।রঙ ।।

ভবপ্রীতা অসাম্প্রদায়িক চিত্তে বৈষ্ণব শাক্তের তথাকথিত বিরোধভাবনা বিরোধী ছিলেন। তাই কৃষ্ণ-কালীর অভেদরূপও তাঁর রচনায় উজ্জ্বল--

মায়াযোগে বনমালী কালা ছিল হৈল কালী
মুক্তকেশী করালবদনা।
ত্যজিয়া মোহন বাঁশি করে ধরে মুণ্ড অসি
লক্ লক্ বিলোল রসনা।।

ভবপ্রীতা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা -বিষয়ক অনেক চিত্তচমৎকারী পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভক্তিপ্রাণতা অপেক্ষা প্রাক্‌চৈতন্যযুগের জয়দেব বিদ্যাপতি-বড়ুচণ্ডীদাসের দেহরাগসংযুক্ত প্রণয়লীলা অধিকতর আদৃত হয়েছেন ।ভবপ্রীতার রাধা মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির প্রণয়মুগ্ধা-সুচতুরা রাধার অনুবর্তিনী--

কলসী লইয়া ধনি যমুনাতে যাওয়ে
ণু-ণু (রে মরি মরি)
ণু-ণু নূপুর বাজায় দেলি হো।
বঙ্কিম নয়নে বাণ কটাক্ষ চলাওয়ে
মৃদু হাসি(রে মরি মরি)
মৃদু হাসি মদন জাগায় দেলি হো

কিংবা,

ছোড়্ হঠ শঠ শ্যাম পানি মে জায়েগী হাম
ছোড়্ মক্ কর্ ধুম্
মেরে অঙ্গ'পর মত্ জারো হাথ
টুটা দিল তেরা সাথ।।
নন্দ দুলার তুম্ প্রেম কা কুছ্ নেহী মালুম
তুম্ তো মাখনকে চোর।

কৃষ্ণের বংশীধবনি উন্মনা রাধার আর্তি আধুনিক গীতিকবির রসব্যঞ্জনায় ভবপ্রীতা রূপ দেন--

লোকে বলে বাজে বাঁশি বনমাঝে
আমি কহি মন মাঝে
বনমাঝে বাজে কি বাঁশি বাজে মন মাঝে ।।

ভবপ্রীতার রাধা সারা রাত 'বাকসজ্জা'র শেষে যখন উৎকণ্ঠিতা এবং খণ্ডিতা ভাবে মানিনী ও ত্রদ্ধা, তখন নায়ক কৃষ্ণ পরিনায়িকা চন্দ্রাবলীর কাছ থেকে তাঁর কাছে যান। অভিমানিনী ত্রুদ্ধা নায়িকা রাধার নির্দেশ মতন তাঁর দ্বারবাসিনী বৃন্দা, নায়ক কৃষ্ণকে যে ভর্ৎসনা করেন, তা মৈথিল কবি ভবপ্রীতা হিন্দী ব্রজভাষা মিশ্রিত ঝঙ্কৃত কাব্য রূপ অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে

তুলেছেন--

কৌন হো তুম নেহি কুছ মালুম্ ইধর কাঁহাসে আতে হৌ?
দ্বার সাম্না চোর সমানা আধ্মুখড়া দেখলাতে হৌ?
ক্যাহে লাঠি ক্যা সিঁধকাঠি হাত মে ক্যা দেখ্লাতে হৌ?
রাই রাজাকে ধন হরণকে চোরি মতলব লাতে হৌ?

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অথরাধারিহঃ খণ্ডে বিরহিনী রাধা প্রিয় দয়িতের সঙ্গে স্বপ্নে মিলিত হয়, অথচ স্বপ্নভঙ্গে তাঁর দ্বিগুন বিরহ বাড়ে--
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআঁরো মোরে হে।
বসি আঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আমারে হে।।
ভবপ্রীতার রাধারও বিরহ বেদনা অনুরূপ--
আজি স্বপ্নে হেরি' হরি পরে দ্বিগুণ বিরহে মরি
সে ঘটনা কহিব কেমনে।
মরি মরি, চমকি ঘুম ভাঙিল মধুর বচনে।।
সোহাগে ধরিয়া হাত হাসি কন যদুনাথ
উঠ প্রিয়ে, ঘুমাও এত কেনে।। রঙ (ইত্যাদি)
চণ্ডীদাসের যোগিনী রাধার সঙ্গে ভবপ্রীতার বিরহিনী রাধার মিল আছে। ভবপ্রীতার রাধা চণ্ডীদাসের রাধার মতন অতলান্ত বিরহ বেদনায় বলেন--
মাধববিহীন ব্রজে রে সখি কী সুখে রহিবৎ
ধরিব যোগিনী বেশ দেশে দেশে যাব।।
শ্যামের বিরহানলে রে সখি ধুনি জাগাইয়া
নয়ন মুদিয়া মোরা শ্যামে ধোয়াইব।।

জনজীবনের শিকড়সঞ্চারী চেতনার টানেই পুলিয়ার বাগমুণ্ডি অযোধ্যার পাহাড়িয়া জীবন ছুঁয়ে সুদূর বানোয়ানের দুর্গম আরণ্যক জনজীবনে, মানবাজার পুঞ্চা-হুড়া-কাশীপুর-দুবড়া-পাড়া আনাই জামবাদ- দুম্দুমি- ঘাঁঙা-পুড়দা থেকে বেগুগে াদর-হেটজারি-সুসা-দুল্মি ছুঁয়ে বরাবাজার-চাণ্ডিল-টা কিংবা চাষ চন্দনকিয়ারি পেরিয়ে ধানবাদ -ঝরিয়া-হাজারিব াগের অনেক জায়গায় বহুবার গিয়ে অনুভব করেছি ভবপ্রীতার প্রাণমাতানো ঝুমুরগানে সাধারণ নরনারী খুঁজে পান আ দিগন্ত খরার মাঝে এক ঝলক সবুজ স্বপ্ন, ঊর্মিল নীলাভ শৈলশ্রেণীর বুকে আরণ্যক শোভার স্নিগ্ধতা ও পাহাড়ি ঝর্নার কলস্বনা চাঞ্চল্যে নব জীবনানন্দ!
ভবপ্রীতার পরবর্তী ঝুমুর-কবিরা পদবিন্যাস-কৌশলে, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সমকালীন সমাজভাবনাকে রূপ দিচ্ছেন, তবু অন্তর্লীন ভাবানুবর্তিতায় তাঁদের রচনায় ভবপ্রীতার ভাব-ভাষা-ছন্দের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তার কারণ হিসাবে বলা যায় -- " Indeed, a folksong is neither new nor old; it is like a forest tree with roots deeply twined in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves new fruits." 7—

যন্ত্রবিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারে আধুনিক জীবনে ভোগবাদের বিচিত্রতর 'মাত্রা'এসেছে। শিল্প ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তথাকথিত অনগ্রসর খরার জেলা পুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামপ্রান্তেও বিচিত্র ফিল্মি গানের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিডিও-র রঙিন নেশা! তাই ঝুমুর গানের আসরেও মাদল, বাঁশি, হারমোনিয়ামের সঙ্গে বাজছে অর্কেস্ট্রার বিচিত্র চটুল

সুর লহরি! এই দ্বান্দিক মুহূর্তেও ভবপ্রীতার ঝুমুর গান মৌখিক ধারায় (oral tradition), লোকপরম্পরায় গ্রামগঞ্জে, ম
াঠে প্রান্তরে, পাহাড়িয়া দেশের অরন্যছায়ায় বেঁচে আছে।
তার কারণ মানভূম - পুলিয়ার জনজীবনে প্রচলিত একটি ছড়ায় আছে--
ঝুমুরের ভাব -রসের নাই সীমা।
নব রঙে রঙিলা ভবপ্রীতা (১) টিমা (২)
(১) ভবপ্রীতা নন্দ ওঝা (২) পুলিয়ার ঘঙাঁ গ্রামের লোককবি স্বয়ম্বর পাঠক ঝুমুর গান রচনায় দ্বিজ টিমা ভনিতা ব্যবহার করতেন।

উৎস-সূত্র

১। ঘনরসময়ী গভীরা বত্রিম--সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ অবগাঢ়া চপুনীতে
গঙ্গা বঙ্গাল -বাণী চ।। শ্রীধর দাস সদুক্তিকর্ণামৃত ৫/ ৩১/২
২। অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা
ভারতী লাইব্রেরী কলকাতা (১৩৭২), ৭৫২ পাতা
৩। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া সাহিত্য সংসদ,
কলকাতা (১৯৭১), ১৫-১৬ পাতা।
৪। রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রসঙ্গ বাংলা গান ইন্দরা সংগীত শিক্ষায়তন (১৯৮৯) ১৪৪ পাতা
৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তদেব ৮৬-৮৭ পাতা
৬। রাজ্যেশ্বর মিত্র তদেব ১৪১ পাতা।
৭। R.V.Williams ‘Folksong’ Encyclopaedia Britanica 14th end. (1932) p.448

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com